দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12.1. JAN 2015 ... ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক হউক

দেশে পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী তাহাদের আপন ভুবন নিজ বিদ্যাপীঠে যাইতে আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। শঙ্কিত তাহাদের শিক্ষক ও অভিভাবকগণও। কোমলমতি শিক্ষার্থী মাত্রই নূতন বই হাতে পাইয়াছে। এইবার নূতন উদ্যমে পড়ালেখা শুরু করিবার জন্য তাহারা যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ, শ্রেণিকক্ষে যাইবার সুযোগটি পর্যন্ত মিলে নাই তাহাদের অনেকের। জানুয়ারি মাস পার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে নিয়মিতভাবে ক্লাস পরিচালনা যেমন সম্ভব হইতেছে না, তেমনি কবে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হইবে তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না। মাত্র কয়েকদিন আগে ইডেন কলেজের চার শিক্ষার্থী পেট্রোল বোমায় আক্রান্ত হয়। হাসপাতালে তাহাদের আর্তচিৎকার অনেকের চোখকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনেও কাজ করিতেছে চাপা আতঙ্ক।

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শিক্ষা কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত—সাম্প্রতিক রাজনীতির ইহা এক অতি নেতিবাচক দিক। কালের আবর্তে এধরনের নেতিবাচক রাজনীতির অবসান ঘটিবে হয়তো, কিন্তু চলমান কদর্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি শিশু এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়পটে যে ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে তাহা কি পুরাপুরি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইবে কখনো? রাজনৈতিক সকল পক্ষের ভেতরে এই বোধ সৃষ্টি না হইলে তরুণ শিক্ষার্থীদের জীবন অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি সাধারণের জীবনে নেতিবাচক কোনো প্রভাব ফেলিবে না—এরকম একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সমাজের সকল অংশেরই আগাইয়া আসা দরকার।

দেশে শিক্ষার হার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাড়িয়া চলিয়াছে শিক্ষার মানও। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। শিক্ষার্থী এবং তাহাদের অভিভাবকের ভেতরে শিক্ষার ব্যাপারে এখন বেশ আগ্রহ লক্ষণীয়। স্বল্প আয়ের অভিভাবকটিও তাহার সন্তানকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাও শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে নিয়োজিত। আশা করা যায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিরক্ষতার হার আরও হ্রাস পাইবে। দেশের উন্নয়নে শিক্ষিত এবং দক্ষ জনগোষ্ঠীর ভূমিকা বিরাট। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রম যদি এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে কখনোই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হইবে না। কাজেই এ বিষয়ে নূতন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে। জানা যায়, অনেকে রাতে ক্লাস পরিচালনা এবং পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবতার সহিত ইহার সঙ্গতি কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে বোধ করি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত বেশ দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীই যে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া রাতের বেলায় ক্লাস পরিচালনার জন্য যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তাহা এখনও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাই। ফলে স্বাভাবিক সময়েই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। এ ব্যাপারে সকলকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। আমরা অচিরেই স্বাভাবিক শিক্ষা পরিবেশের প্রত্যাবর্তন চাই।